

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

সুপারিশ পাওয়া প্রার্থীদের তালিকা রোববার

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আগামী রোববার ১৫ হাজার ১২১টি শূন্যপদের বিপরীতে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ তালিকা থেকে প্রার্থী নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে। এবার একটি পদের জন্য গড়ে ৯৩ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে এক বছর ধরে নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।

স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী, দানশীল ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের উদ্যোগে দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে আসছে। আবহমান কাল থেকে এ ধারা বজায় আছে। ১৯৮৫ সালের আগে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে যৎসামান্য বেতনভাতা পেতেন। ওই বছর সরকার এমপিও ব্যবস্থা চালু করে। অভিযোগ আছে, শুরুর দিকে এ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু দিনবদলের সঙ্গে ধীরে ধীরে উৎকোচের মাধ্যমে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়, একশ্রেণীর টাউট-বাটপারের আয়ের উৎসে পরিণত হয় একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিষয়গুলো অনেকটাই ওপেনসিক্রেটে পরিণত হয়ে যায়। এমন নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

তালিকা রোববার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বীতির মাধ্যমে নিয়োগের লাগাম টেনে উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী সর্বপ্রথম ২১ অক্টোবর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে কেন্দ্রীয় প্রথা চালুর আদেশ জারি করে। এরপর ১১ নভেম্বর এক পরিপত্রে প্রথমবারের মতো নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা ২১ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হয়। এরপর শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনটিআরএকে (জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রভাঙ্গ ফর্ডপক্ষ) সফটওয়্যার তৈরিসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদ, আবেদন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মহানগর ইত্যাদি নানা দিক সমন্বয় শেষে একটি মেধাতালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত নিয়োগ প্রক্রিয়া হওয়ায় নির্বাচিত শিক্ষকদের তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে রোববার বিকালে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিভিন্ন দিক তুলে ধরবেন।